UNB
UNITED NEWS OF BANGLADESH
23-Nov-18 Page:1 Size:1459728 col*inch

Leathertech Bangladesh 2018 kicks off in city

UNB NEWS PUBLISH DATE - NOVEMBER 22, 2018, 08:24 PM UNB NEWS - UNB NEWS 105 VIEWS UPDATE DATE - NOVEMBER 22, 2018, 10:09 PM

Commerce Minister Tofail Ahmed cuts ribbon to inaugurate the expo 'Leathertech Bangladesh 2018' at the International Convention City of Bashundhara, Nov 22, 2018. Photo: Courtesy

Dhaka, Nov 22 (UNB)- A three-day international Leathertech exhibition kicked off in the capital on Thursday aiming to bring global technology at the doorsteps of the local industry.

Commerce Minister Tofail Ahmed inaugurated the expo "Leathertech Bangladesh 2018" at the International Convention City of Bashundhara.

The trade show organised by ASK Trade & Exhibitions Pvt Ltd displaying a wide array of items such as leather and leather products, international and local technology regarding machineries, components, chemicals, and accessories required for manufacturing footwear.

Simultaneously, Leather Goods and Footwear Manufacturers and Exporters' Association of Bangladesh (LFMEAB) organised Bangladesh Leather Footwear and Leather Goods International Sourcing Show (BLLISS) - 2018 for the second time.

The show will remain open from 11:00am to 7:00pm for all until November 24.

Other details can be obtained at the website http://www.leathertechbangladesh.com/

More than 300 organisations from 20 countries including Bangladesh, India, China, Korea, Turkey, Egypt, Vietnam, UK, Sri Lanka, Italy, Germany, Taiwan and Hong Kong are participating in the show organised in four halls of ICCB.

theindependent.com
23-Nov-18 Page:1 Size:879696 col*inch

Leathertech Bangladesh 2018 kicks off in city

Independent Online Desk

Commerce Minister Tofail Ahmed cuts ribbon to inaugurate the expo 'Leathertech Bangladesh 2018' at the International Convention City of Bashundhara/ Photo: Courtesy

A three-day international Leathertech exhibition kicked off in the capital on Thursday aiming to bring global technology at the doorsteps of the local industry.

Commerce Minister Tofail Ahmed inaugurated the expo "Leathertech Bangladesh 2018" at the International Convention City of Bashundhara.

The trade show organised by ASK Trade & Exhibitions Pvt Ltd displaying a wide array of items such as leather and leather products, international and local technology regarding machineries, components, chemicals, and accessories required for manufacturing footwear.

Simultaneously, Leather Goods and Footwear Manufacturers and Exporters' Association of Bangladesh (LFMEAB) organised Bangladesh Leather Footwear and Leather Goods International Sourcing Show (BLLISS) - 2018 for the second time.

The show will remain open from 11:00am to 7:00pm for all until November 24.

Other details can be obtained at the website http://www.leathertechbangladesh.com/

More than 300 organisations from 20 countries including Bangladesh, India, China, Korea, Turkey, Egypt, Vietnam, UK, Sri Lanka, Italy, Germany, Taiwan and Hong Kong are participating in the show organised in four halls of ICCB. UNB

BK

23-Nov-18 Page:1 Size:746808 col*inch

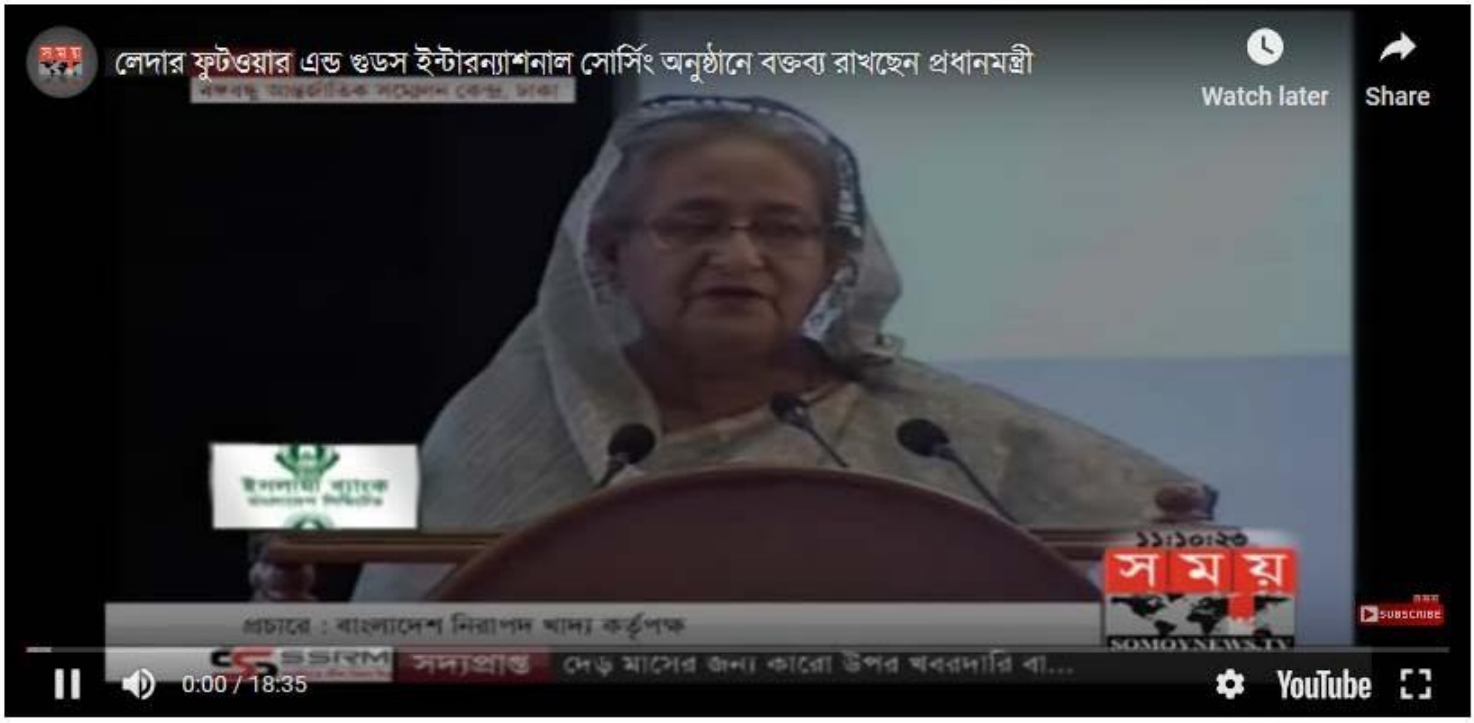

গত ১০ বছরে পরিবর্তনের মূল্যায়ন জনগণকেই করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

গেলো ১০ বছরে দেশের পরিবর্তনের মূল্যায়ন জনগণকেই করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৃহস্পতিবার (২২ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে, বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়ার এন্ড লেদার গুডস্ ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-ব্লিস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি।

এসময় তিনি বলেন, রাজনৈতিক কূটনীতির পরিবর্তে এখন অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছে বাংলাদেশ। সেইসাথে চামড়াজাত শিল্পের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে সচেতনতার সাথে কাজ করারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, '২০০৯ থেকে আমরা এ পর্যন্ত ক্ষমতায় আছি প্রায় দীর্ঘ দশ বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল। আমি আপনাদের কাছেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনারাই বিচার করে দেখবেন যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশের মানুষের কর্মসংস্থান...। সমস্যাগুলি সমাধান করা যেমন বিদ্যুতের সমস্যা ছিল আজকে বিদ্যুতের কোনো সমস্যা নাই।'

তিনি আরো বলেন, 'ব্যবসা করবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা, সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাজার অন্বেষণ করে যাতে আমাদের পণ্য রপ্তানি করতে পারি। সেদিকে যেমন দৃষ্টি দেই পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি যাতে হয়, যাতে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে এবং যাতে আমাদের দেশের ভেতরে নিজস্ব বাজার তৈরি হতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।'

সংবাদ

সমকাল.কম
23-Nov-18 Page:1 Size:780806 col*inch

ট্যানারি শিল্পাঞ্চল হবে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে: প্রধানমন্ত্রী

প্রকাশ: ১৯ ঘণ্টা আগে Like 0 Share 0

অনলাইন ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার পুনরায় নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আধুনিক ট্যানারি ও স্বতন্ত্র চামড়া শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে।

বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো' উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। খবর বাসসের

সরকার ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলের উপযোগী স্থান নির্ধারণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার দল পুনরায় নির্বাচিত হলে চামড়া শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মিত হবে।

শেখ হাসিনা চামড়া শিল্প নেতৃবৃন্দকে বলেন, আমি নির্বাচিত হলে শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মাণ করবো। অন্যথায় আপনারা নিশ্চিত করবেন যে নতুন সরকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে বিশেষ করে চামড়া শিল্পের জন্য একটি করে স্থান রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শুভাশিষ বসু, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। এতে লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সভাপতি সফিউল ইসলাম স্বাগত বক্তৃতা করেন।

priyo tech
tech.priyo.com
23-Nov-18 Page:1 Size:4527393 col*inch

পুনরায় নির্বাচিত হলে দুটি চামড়া শিল্পাঞ্চল নির্মাণ হবে: প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা পুনরায় নির্বাচিত না হলে চামড়া শিল্প নেতৃবৃন্দকে নিশ্চিত করতে হবে যে, নতুন সরকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

আয়েশা সিদ্দিকা শিরিন
সহ-সম্পাদক
প্রকাশিত: ২২ নভেম্বর ২০১৮, ১৫:৫৫ আপডেট: ২২ নভেম্বর ২০১৮, ১৫:৫৬

সরকার ইকোনমের শিল্পাঞ্চলের উপযোগী স্থান নির্ধারণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি: ফোকাস বাংলা

(বাসস) পুনরায় নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে চামড়া শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পুনরায় সরকার নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আধুনিক চামড়া শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মাণ করা হবে। সরকার ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলের উপযোগী স্থান নির্ধারণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে।'

২২ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো' উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা জানান।

চামড়া শিল্প ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি নির্বাচিত হলে শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মাণ করব। অন্যথায় আপনারা নিশ্চিত করবেন যে নতুন সরকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।'

রফতানি বাজেট বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ীদের তাগিদ দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'সবসময় আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আরও কোন কোন দেশে আমরা রফতানি করতে পারি। কোন দেশের চাহিদা কি, কোথায় আমরা আমাদের রফতানিটা বাড়াতে পারি।'

'তাহলে আমাদের উৎপাদনও যেমন বাড়বে, দেশের মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এবং রফতানি উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। এজন্য আমাদের বাজেটও বাড়াতে হবে এবং প্রণোদনাও দিতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকার নিজেরা ব্যবসা করে না, বরং ব্যবসায়ীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।'

চামড়া বাজেটও বাড়াতে হবে এবং প্রণোদনাও দিতে হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। ছবি: ফোকাস বাংলা

দেশে বিভিন্ন চামড়া শিল্প গড়ে তোলায় ব্যবসায়ীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই সেক্টরটিকে আমি মনে করি বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। সেই সম্ভাবনাটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। সেই দিকে দৃষ্টি দিয়েই আমাদের সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে।'

চামড়া শিল্পনগরী বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব জায়গায় স্থানান্তরের জন্য ঢাকার সাভারে ধলেশ্বরী নদীর তীরে ২০০ একর জমিতে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করেছে সরকার। সেখানে ১১৫টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে।'

'তবে এটাকে আরও আধুনিকায়ন করা দরকার। আমাদের দেশের জনগণ অনেক মেধাবী, একটু প্রশিক্ষণ দিলেই তারা সুন্দর কাজ করতে পারে, বিশেষ করে মহিলারা চমৎকার হাতের কাজ করতে পারে। কাজেই এভাবে ব্যান্ডগুলোকে আমরা আরও সুন্দর রূপ দিতে পারি।'

বাংলাদেশের নারীরা চমৎকার হাতের কাজ করতে পারে, সেটা দিয়ে ব্যান্ডগুলোকে আরও সুন্দর রূপ দেওয়া সম্ভব। ছবি: ফোকাস বাংলা

শেখ হাসিনা বলেন, 'একসময় কূটনীতিটা ছিল পলিটিক্যাল আর এখন হয়ে গেছে ইকোনমিক্যাল। কি ধরনের বিনিয়োগ আমাদের দেশে আসতে পারে সেটাকেই খুঁজে নিয়ে আসা এবং সেভাবেই কাজ করতে হবে। রফতানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে 'এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তার মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প অন্যতম।'

প্রধানমন্ত্রী দেশে বিদেশে যেখানেই যান এসব বাংলাদেশি পণ্য সঙ্গে করে নিয়ে যান বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গে করে নিয়ে আসা জার্মান ব্রান্ড পিকার্ডের তৈরি চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ দেখিয়ে তিনি বলেন, 'এটি বাংলাদেশে তৈরি এবং জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মারকেলকেও এটা দেখিয়েছেন যে, এসব পণ্যও বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে।'

আশাবাদ ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশে আরও বেশি বেশি পাদুকা শিল্প গড়ে উঠুক, দেশি-বিদেশি ব্রান্ড এখানে আসুক, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসুক। এর ফলে একদিকে আমাদের যেমন কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে যারা কাজ করবেন তারা অত্যন্ত সস্তা শ্রমে এবং সুন্দর পরিবেশে কাজটা করিয়ে নিতে পারবেন।'

ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধাসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর বাজারেও বাংলাদেশের প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। ছবি: ফোকাস বাংলা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের খণ্ডচিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮৬ ভাগে উন্নীত করেছি। দেশে অভ্যন্তরীণ বাজার যেমন সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আমরা ইতোমধ্যে কানেক্টিভিটি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। যার ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিশাল বাজারেও আমাদের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।'

ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে জিএসপি সুবিধা এবং বিভিন্ন দেশের ডিউটি ফ্রি ও কোটা ফ্রি বাংলাদেশি পণ্যের প্রবেশাধিকার সুবিধা থাকারও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এইভাবে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আমাদের প্রচেষ্টা শুভফল দেশের মানুষ যেমন পাচ্ছে তেমনি আপনারা ব্যবসায়ীরাও পাচ্ছেন।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন ও লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি সফিউল ইসলাম প্রমুখ।

প্রিয় সংবাদ/রিমন

news bangladesh.com
23-Nov-18 Page:1 Size:1008680 col*inch

রাজনীতির চেয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে গুরুত্ব দিচ্ছি: প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার | নিউজবাংলাদেশ.কম
প্রকাশ: ১৭৪৬ ঘণ্টা, বৃহস্পতিবার ২২ নভেম্বর ২০১৮ || সর্বশেষ সম্পাদনা: ১৯০০ ঘণ্টা, বৃহস্পতিবার ২২ নভেম্বর ২০১৮

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এক সময় আমাদের কূটনীতিটা রাজনৈতিক ছিল। এখন এটা হয়ে গিয়েছে অর্থনৈতিক, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কূটনীতিটাকেই আমরা এখন গুরুত্ব দিচ্ছি।

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লেইজ ২০১৮' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

অন্যদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, আওয়ামী লীগ সভাপতির বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এফবিসিসিআই সভাপতি শফিউল ইসলাম মহীউদ্দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, " "কাজেই বিভিন্ন দেশে আমাদের অ্যাম্বাসেডর ও হাই কমিশনার যারা, তাদের একটা দায়িত্ব থাকবে যে যে দেশেই থাকেন, সেই দেশে আমাদের কোন পণ্যটা যেতে পারে, কোন পণ্যটার মার্কেট আছে সেগুলো একটু খুঁজে বের করা, আলাপ আলোচনা করা।"

কী ধরনের বিনিয়োগ বিদেশ থেকে আসতে পারে তা খুঁজে বের করা এবং সেভাবে উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান সরকারপ্রধান।

তিনি বলেন, সরকার সারাদেশে একশ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখানে যাতে দেশি-বিদেশি সব ধরনের বিনিয়োগ হয়, সে দিকে নজর দেয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "চামড়া শিল্প দেশের একটি বিরাট শিল্প।বাংলাদেশে এর বিরাট সম্ভাবনা আছে।সেদিকে নজর দিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।এর জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।এই শিল্পের জন্য সাভারে ট্যানারি করে দেয়া হয়েছে।ভবিষ্যতে রাজশাহী ও চট্টগ্রামেও ট্যানারি করার পরিকল্পনা রয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অনুষ্ঠানে তিনি যে ব্যাগটি নিয়ে এসেছেন, সেটা দেশে তৈরি চামড়ার ব্যাগ।বিদেশে গেলেও তিনি বাংলাদেশের তৈরি ব্যাগ নিয়েই যান।জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মের্কেলকে বাংলাদেশের চামড়ার ব্যাগ উপহার দেওয়ার ইচ্ছার কথাও এ সময় তিনি প্রকাশ করেন।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "২০০৯ থেকে আমরা ক্ষমতায় আছি, প্রায় দশ বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল।আমি আপনাদের কাছেই ছেড়ে দিচ্ছি।আপনারাই বিচার করে দেখবেন।"

শেখ হাসিনা বলেন, ব্যবসা বাণিজ্য করেন ব্যবসায়ীরা।সরকার ব্যবসা করে না।কিন্তু ব্যবসায়ীদের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা, সুযোগ তৈরি করা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাজার খোঁজা, সে অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির ব্যবস্থা করা সরকারেরও দায়িত্ব।আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার সেসব দিকে খেয়াল রেখে দেশের শিল্পকে আরও উন্নত করতে কাজ করছে।

তিনি বলেন, "পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি যেন হয়, যাতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশের ভেতরেই যেন নিজস্ব বাজার সৃষ্টি হতে পারে- সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।"

দেশের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও সরকারের এসব পদক্ষেপের সুফল পাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা।

ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণে কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিমানবন্দর করার পরিকল্পনার কথা জানানোর পাশাপাশি যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কথা বলেন তিনি।

চামড়া শিল্পের উন্নয়নে নেওয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নির্বাচন সামনে।যদি আসতে পারি তখন পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করব।যদি নাও আসতে পারি, এটা বলে গেলাম, আপনারা যারা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আপনারা করিয়ে (বাস্তবায়ন) নেবেন।সেটাও আমি চাই, যেই সরকারই আসুক।আমি আসলে তো সুযোগ করেই দেব।"

বক্তব্য শেষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে চামড়াজাত পণ্যের প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী।

নিউজবাংলাদেশ.কম/এএইচকে

যুগান্তর.কম
23-Nov-18 Page:1 Size:947716 col*inch

বিশ্ব চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে রফতানি বাণিজ্য: প্রধানমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট
২২ নভেম্বর ২০১৮, ১২:৪৩ | অনলাইন সংস্করণ

741 Shares

প্রধানমন্ত্রী। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের চাহিদার ওপর জোর দিয়ে আমাদের রফতানি বাণিজ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে করে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর পথ সুগম হবে।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং গুডসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল এটি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এক্সপোর্ট বাস্কেট বাড়ানোর প্রতি জোর দিয়েছি। এর জন্য সরকার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করতে আন্তরিক।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কূটনীতিতে জোর দিচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এর আলোকে বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ওই সব দেশের পণ্যের চাহিদার বিষয়ে তথ্য দেয়ার জন্য। যাতে আমরা রফতানি বৃদ্ধি করতে পারি।

বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগকে গুরুত্ব দিচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য কাজ করতে বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

চামড়াশিল্পের উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা চামড়াশিল্পের আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়েছি। এ জন্য ট্যানারিশিল্প সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও দুটি আধুনিক ট্যানারিশিল্প এলাকা গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, বিভিন্ন দফতরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চামড়াশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

741 Shares

Jagonews24.com
23-Nov-18 Page:1 Size:1701441 col*inch

রফতানি বাড়াতে হলে বাজার খুঁজতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০১৮

চামড়া শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রফতানি বাড়াতে হলে বাজার খুঁজতে হবে। তাহলে রফতানি বাড়বে এবং ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন।

বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শোব্লিস'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু রফতানি করলে হবে না বিদেশি এবং দেশের বাজার বাড়াতে হবে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পণ্য তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে এলে ভালো হয়।

তিনি বলেন, রফতানি বাড়াতে হলে কোন দেশে কোন পণ্যের চাহিদা রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ লাভবান হবে। আপনারা যারা ব্যবসায়ী, তারাও অনেক টাকার মালিক হতে পারবেন। সরকার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আপনাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। বাজার খুঁজে দেয়া।

শেখ হাসিনা বলেন, চামড়া শিল্প বিরাট সম্ভাবনাময় একটি শিল্প। এই শিল্প বিকাশের জন্য আমরা সাভারে ট্যানারি শিল্পনগরী গড়ে তুলেছি। সেখানে এখন প্রায় ১১৫টা ট্যানারি শিল্প কাজ করছে। আমরা যখন পশুর চামড়া সংরক্ষণ করি, তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এতটুকু চামড়া যেন নষ্ট না হয়। সেকেলে পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ছুরি-কাঁচি ব্যবহার করে এবং যারা কসাই চামড়া ছাড়ানোর সঙ্গে জড়িত, তাদের ট্রেনিং দিয়ে সুন্দরভাবে চামড়া সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দেশে আমাদের হাইকমিশনার এবং যারা অ্যাম্বাসেডর আছেন তাদেরও দায়িত্ব সে দেশে কোন কোন পণ্যের চাহিদা রয়েছে তা খুঁজে বের করা। এ খবরটি সরকার ও ব্যবসায়ীদের জানানো। তাহলে ব্যবসায়ী এবং সরকার মিলে পদক্ষেপ নেবে।

তিনি বলেন, আবারও যদি ক্ষমতায় আসতে পারি তাহলে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে আরও দুটি ট্যানারি শিল্প গড়ে তুলব।

এফএইচএস/জেডএ/জেআইএম

দৈনিক ইত্তেফাক.কম
23-Nov-18 Page:1 Size:829197 col*inch

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ট্যানারি শিল্পাঞ্চল হবে : প্রধানমন্ত্রী

অনলাইন ডেস্ক ১৩:৪৫, ২২ নভেম্বর, ২০১৮

বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছবি : সংগৃহিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার পুনরায় নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আধুনিক ট্যানারি ও স্বতন্ত্র চামড়া শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে।

সরকার ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলের উপযোগী স্থান নির্ধারণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার দল পুনঃনির্বাচিত হলে চামড়া শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো' উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা চামড়া শিল্প নেতৃবৃন্দকে বলেন, আমি নির্বাচিত হলে শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মাণ করব। অন্যথায় আপনারা নিশ্চিত করবেন যে নতুন সরকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে বিশেষ করে চামড়া শিল্পের জন্য একটি করে স্থান রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শুভাশিষ বসু, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। এতে লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাস অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সভাপতি সফিউল ইসলাম স্বাগত বক্তৃতা করেন। বাসস

ইত্তেফাক/ইউবি

ইনকিলাব.কম
THE DAILY INQUILAB
23-Nov-18 Page:1 Size:617480 col*inch

বর্তমানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি -প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ২২ নভেম্বর, ২০১৮, ১২:০৪ পিএম | আপডেট : ১২:১০ এএম, ২৩ নভেম্বর, ২০১৮

150 Shares
150

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বর্তমানে 'অর্থনৈতিক কূটনীতিতে' জোর দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং গুডস'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এর আলোকে বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে সব দেশের পণ্যের চাহিদা বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য। যাতে আমরা রফতানি বৃদ্ধি করতে পারি। এ ছাড়া ওই সব দেশের ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য কাজ করতেও বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা এক্সপোর্ট বাস্কেট বাড়ানোর প্রতি জোর দিয়েছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের চাহিদার ওপর জোর দিয়ে আমাদের রফতানি বাণিজ্য নির্ধারণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর পথ সুগম হবে। এর জন্য সরকার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে আন্তরিক।'

চামড়া শিল্পের বিকাশে সাভারে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা চামড়া শিল্পের আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে আরও দুটি আধুনিক ট্যানারি শিল্প এলাকা গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে চামড়া শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি ব্যবসায়ীদের চামড়াজাত পণ্যের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোকে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী করতে কাজ করারও পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চামড়া শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

The Financial Express.com .bd
23-Nov-18 Page:1 Size:691600 col*inch

Making the most of leather tech expo

Thursday, 22 November 2018

The arrangement of an international leather technology fair -- sixth edition of the event -- and leather footwear and leather goods international sourcing show -- its second edition -- simultaneously in the city demonstrates an increasing opening up of the tannery industry to the outside world. Reportedly, over 300 participants from 20 countries are going to showcase their range of technologies in their pavilions. With bright prospect for it, the country's tannery industry has rightly been considered a thrust sector. Now that the majority of the tannery units have been relocated to Savar or are in the process of shifting from Hazaribagh, it is an opportune moment to introduce the latest and most advanced technologies available to the sector. The exposition to be held from Thursday makes the tanners here familiarised with such technologies. They will be able to choose the most suitable ones from a wide range of machinery, components, accessories and even dyes, chemicals and allied products.

Fairs of this order provide an opportunity for people in footwear manufacture and business to understand the trend of the international market, footwear fashion and style along with the development of technologies and their impact on the products. In Hazaribagh, tanneries were bogged down with primitive technologies and largely responsible for polluting the river Buriganga. Workers were forced to work in an unsafe environment as they were exposed to chemicals in the absence of proper protective gears. All this should be a thing of the past. But the relocation to Savar tannery estate suffered time and again in the face of opposition from tanners. Even there were lapses on the part of the government in putting in place the promised utilities and facilities. The central effluent treatment plant was not ready for operation, although the claim was made on the contrary, when a number of factories started production at the industrial estate. Overall the relocation has not been smooth and orderly.

Now that there has been an inordinate delay in shifting the tanneries from Hazaribagh to Savar, it may be a blessing in disguise, provided that the tanners take full advantage of the exposition. Already, a handful of footwear companies have proved they can earn a niche market abroad. Others will also have to set a benchmark for their products if they intend to profitably export their products to foreign countries. The aim is to achieve an ambitious export target of US$ 5.0 billion by 2021. With the government incentives continuing, this target is achievable.

However, the developments so far at the Savar tannery estate do not look highly encouraging. The kind of bonhomie demonstrated in the arrangement of tannery exhibitions of varying forms is missing from the groundwork needed for providing the impetus to the industry. The Savar industrial tannery estate could by now become a full-fledged advanced industrial park. But this is yet to happen. What happened with the collection of raw hides and skins in the post-Eid-ul-Azha period all across the country does not speak of an organised effort towards making the industry vibrant. All this should be addressed rationally if the potential of the industry has to be realised.

23-Nov-18 Page:1 Size:778906 col*inch

‘রফতানি বৃদ্ধি করতে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি’

একুশে টেলিভিশন

প্রকাশিত : ০৪:২০ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০১৮ বৃহস্পতিবার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এর আলোকে বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেসব দেশের পণ্যের চাহিদার বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য। যাতে আমরা রফতানি বৃদ্ধি করতে পারি। এছাড়া ওই সব দেশের ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য কাজ করতেও বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং গুডস’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, আমরা এক্সপোর্ট বাস্কেট বাড়ানোর প্রতি জোর দিয়েছি।বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের চাহিদার ওপর জোর দিয়ে আমাদের রফতানি বাণিজ্য নির্ধারণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর পথ সুগম হবে।এর জন্য সরকার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে আন্তরিক।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে চামড়া শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।তিনি ব্যবসায়ীদের চামড়াজাত পণ্যের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোকে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী করতে কাজ করারও পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চামড়া শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এসএইচ/

দৈনিক বাংলা
DAINIK BANGLA
23-Nov-18 Page:1 Size:1012989 col*inch

ফের ক্ষমতায় এলে ব্যবসায়ীদের জন্য বেশি সুযোগ সৃষ্টি করব’

Published : Thursday, 22 November, 2018

প্রিন্ট অ+ অ-

নিজস্ব প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, চামড়া শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সরকার তা করবে। এতদিন তা করেছি। তিনি বলেন, আবার যদি ক্ষমতায় আসতে পারি তাহলে ব্যবসায়ীদের জন্য আরেও বেশি সুযোগ তৈরি করবে। আর যদি না আসতে পারি যারা আসবে তাদের দিয়ে সব কিছু করে নেবেন। কেননা বাংলাদেশ পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, সেই কাজ আমরা করে এসেছি। দেশ এখন শুধু সামনের দিকে ধাবিত হবে।

বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লিস’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন করে দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ হবে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত একটি দেশ। কিন্তু তার চাওয়াটা বাস্তবায়ন করতে পারেননি। মাত্র সাড়ে তিন বছর তিনি সময় পেয়েছিলেন। এ সাড়ে তিন বছরে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে একদিকে পুনর্বাসন-পুনর্গঠনের কাজ অপরদিকে ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি দেশ পরিচালনার যাত্রা শুরু করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের স্বীকৃতি অর্জন করে দিয়ে যান। ১৫ আগস্ট আমাদের জীবনে যদি না আসতো তাহলে হয়তো বাংলাদেশ আগেই বিশ্বের বুকে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘টানা দশ বছর দেশ পরিচালনা করেছি। বিচারের ভার আপনাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম যে, গত ১০ বছরে আমরা কতটুকু উন্নয়ন করতে পেরেছি। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বাংলাদেশের কতটুকু অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছি। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রফতানি বৃদ্ধি দেশের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান করা কতটুকু হয়েছে।’

বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রগতি নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ‘ঘোষণা দিয়েছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ করব আজ সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পেরেছি। সমগ্র বাংলাদেশে ইন্টারনেট সার্ভিস, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্যাটেলাইট পৌঁছে দিয়েছি। ব্যবসায়ীরা যাতে ব্যবসা করতে পারে সেজন্য সঠিক নির্দেশনা বা ব্যবসা করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি।

‘আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেন বাজার সৃষ্টি করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেই। পাশাপাশি দেশের মানুষের আরও অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেন হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেই।’

প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সেখানে আমরা ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি উল্লেখ করে আওয়ামী সভাপতি বলেন, ‘পণ্য রফতানির জন্য বিদেশিদের জন্য যত সুযোগ-সুবিধা দরকার তা আমরা দেব। যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমরা কোটা ফ্রি, ট্যাক্স ফ্রি দিয়ে থাকি। এগুলো আমরা করছি, এতে আমরা সফল হয়েছি। এর শুভ ফল দেশের মানুষ যেমন পাচ্ছে সেই সঙ্গে আপনারা যারা ব্যবসায়ী আছেন তারাও সুযোগ পাচ্ছেন।

‘ইতোমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সারা বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলব। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে যাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হয় অথবা যৌথভাবে অথবা সরকার বা বিদেশি অথবা সরকার এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন এভাবে আমরা শিল্প গড়ে তুলব’-যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষাখাতে উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘শিক্ষাকে আমরা বহুমুখীকরণ করছি যেমন বাংলাদেশে একটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। আমরা সরকারে আসার পরে আরও তিনটি বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় করেছি। বাংলাদেশে কোনো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। আমরাই সরকার এসে ইতোপূর্বে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করেছি এবং আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় করছি। আমাদের দেশে ছিল না টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি। তা আমরা করে দিয়েছি। মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি করেছি, গার্মেন্টস মালিকদের উৎসাহিত করতে করেছিলাম ফ্যাশন ডিজাইন ইউনিভার্সিটি। ফ্যাশন ডিজাইন শুধু পোশাকের জন্য নয়; জুতা থেকে শুরু করে স্বর্ণালঙ্কার পর্যন্ত হতে পারে।’

আওয়ামী সভাপতি বলেন, ‘আমাদের জনশক্তিকে দক্ষ্য জনশক্তি হিসেবে তৈরি করে তাদের আমরা কাজে লাগাতে পারি, সে সুযোগ আমাদের রয়েছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত ট্যালেন্টেড। তারা কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে একটু সুযোগ দিলে তারা নিজেদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। ইতোমধ্যে আমাদের রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে- সব দিক থেকেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।’

এতদিন কূটনৈতিক ছিল পলিটিক্যাল, এখনকার কূটনীতি হয়েছে ইকোনোমিক্যাল বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ‘কিছুদিন আগে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে অ্যাম্বাসেডর ঢাকায় ডেকে নিয়ে আসি এবং তাদেরকে নির্দেশ করি বাজার খোঁজার জন্য। যে যে দেশেই থাকেন সে দেশে কোন পণ্যের মার্কেট আছে তা খুঁজে বের করাও তাদের দায়িত্বের মধ্যে ফেলেছি।’

রফতানি বাড়ানোর জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা এবং বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে সুন্দর পণ্য তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের তৈরি বিভিন্ন পণ্য বিদেশি ব্র্যান্ডে বিক্রি হয়। লেবারদের একটু ট্রেনিং দিলে বিশেষ করে নারীরা তারা খুব যতœ সহকারে কাজ করতে পারে।

currentnews
সদ্য সংবাদ সব সময়.com.bd
23-Nov-18 Page:1 Size:788905 col*inch

রফতানি বাড়াতে হলে বাজার খুঁজতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রকাশের সময়: ২:০৯ অপরাহ্ণ - বৃহস্পতিবার | নভেম্বর ২২, ২০১৮

জাতীয় / ফোকাস / শিরোনাম / স্পটলাইট / স্লাইডার |

Share 2 Tweet 0

কারেন্টনিউজ ডটকম ডটবিডি

চামড়া শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, রফতানি বাড়াতে হলে বাজার খুঁজতে হবে।তাহলে রফতানি বাড়বে এবং লাভবানও হবেন।

বৃহস্পতিবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লিস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু রফতানি করলে হবে না, বিদেশে এবং দেশে বাজার বাড়াতে হবে।যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পণ্য তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসলে ভালো হয়।যুব সমাজকে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে।

তিনি বলেন, রফতানি ও উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।কৃষির সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিল্পায়নও করছি।কৃষিকে আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণ করার জন্য আমরা বিভিন্ন জেলা উপজেলায় যন্ত্র সরবরাহ করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রফতানি বাড়াতে হলে কোন দেশে কী চাহিদা রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে।তাহলে বাংলাদেশ লাভবান হবে। আপনারা যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারাও অনেক টাকার মালিক হতে পারবেন।সরকার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আপনাদেরকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।বাজার খুঁজে দেওয়া।

তিনি আরও বলেন, চামড়া শিল্প বিরাট সম্ভাবনাময় একটি শিল্প, এ শিল্প বিকাশের জন্য আমরা সাভারে ট্যানারি শিল্প নগরী গড়ে তুলেছি।সেখানে এখন প্রায় ১১৫টি ট্যানারি শিল্প কাজ করছে।পশুর চামড়া সংরক্ষণে সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এতটুকু চামড়াও নষ্ট না হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দেশে আমাদের হাইকমিশনার এবং যারা অ্যাম্বাসেডর আছেন তাদেরও দায়িত্ব সে দেশে কোন কোন পণ্য চাহিদা রয়েছে তা খুঁজে বের করা।এ খবরটি সরকার ও ব্যবসায়ীদের জানান, তাহলে ব্যবসায়ী এবং সরকার মিলে পদক্ষেপ নেবে।আবারও যদি ক্ষমতায় আসতে পারি তাহলে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে আরও দুটি ট্যানারি শিল্প গড়ে তুলব।

বাংলাদেশের পণ্য যেন বাংলাদেশের হাতে থাকে, একই সাথে বাংলাদেশের তৈরি পণ্য যেন বিদেশিরাও চয়েজ করে নিতে পারে -সে জন্য সুন্দর ও নিখুতভাবে পণ্য তৈরি করতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সূত্র: কারেন্টনিউজ২৪

23-Nov-18 Page:1 Size:1677472 col*inch

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ট্যানারি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হবে : প্রধানমন্ত্রী

347

ঢাকা, ২২ নভেম্বর, ২০১৮ (বাসস) : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার পুনরায় নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আধুনিক ট্যানারি ও স্বতন্ত্র চামড়া শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে।

সরকার ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলের উপযোগী স্থান নির্ধারণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর দল পুনঃনির্বাচিত হলে চামড়া শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো' উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা চামড়া শিল্প নেতৃবৃন্দকে বলেন, আমি নির্বাচিত হলে শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মাণ করব। অন্যথায় আপনারা নিশ্চিত করবেন যে নতুন সরকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে বিশেষ করে চামড়া শিল্পের জন্য একটি করে স্থান রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শুভাশিষ বসু, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। এতে লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সভাপতি সফিউল ইসলাম স্বাগত বক্তৃতা করেন।

দেশে বিভিন্ন চামড়া শিল্প গড়ে তোলায় ব্যবসায়ীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন বিভিন্ন ব্রান্ডের চামড়াজাত পণ্য বাংলাদেশেই তৈরী হচ্ছে, যেগুলো তাঁরা তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে ফিনিশিং দিয়ে মার্কেটে দিচ্ছে।

তিনি চামড়া ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই কাজগুলো যেন আরো ভালভাবে করা যায় আপনারা তা খেয়াল রাখবেন। এজন্য যা কিছু সহযোগিতা দরকার, আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে, আমরা তা করবো।

সরকার প্রধান বলেন, 'এই সেক্টরটিকে আমি মনে করি বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। সেই সম্ভাবনাটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। সেইদিকে দৃষ্টি দিয়েই আমাদের সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে।'

তিনি রপ্তানী বাস্কেট বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ীদের তাগিদ দিয়ে বলেন, 'সবসময় আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আরো কোন কোন দেশে আমরা রপ্তানী করতে পারি। কোন দেশের চাহিদা কি, কোথায় আমরা আমাদের রপ্তানীটা বাড়াতে পারি। তাহলে আমাদের উৎপাদনও যেমন বাড়বে, দেশের মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এবং রপ্তানী উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।'

'এজন্য আমাদের বাজেটও বাড়াতে হবে এবং প্রণোদণাও দিতে হবে, 'যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার নিজেরা ব্যবসা করেও না বরং ব্যবসায়ীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।'

তিনি জানান, এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই তাঁর সরকার সকল দেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনারগণকে বাংলাদেশে ডেকে তাঁদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'একসময় কূটনীতিটা ছিল পলিটিক্যাল আর এখন হয়ে গেছে ইকোনমিক্যাল। কি ধরনের বিনিয়োগ আমাদের দেশে আসতে পারে সেটাকেই খুঁজে নিয়ে আসা এবং সেভাবেই কাজ করতে হবে।'

তাঁর সরকার রপ্তানীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত যে চারটি খাতের উন্নয়নে 'এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তার মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প অন্যতম।

রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব জায়গায় স্থানান্তরের জন্য ঢাকার সাভারে ধলেশ্বরীর নদীর তীরে ২০০ একর জমিতে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেখানে ১১৫টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। তবে, এটাকে আরো আধুনিকায়ন করা দরকার।

এসময় চামড়া সংগ্রহে কসাইদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের উদ্যোগী হবার পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাহলে সংগ্রহকালে একটি বড় অংশ যে নষ্ট হয়ে যায়, তা আর নষ্ট হতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে আনা জার্মান ব্রান্ড পিকার্ডের তৈরী চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ দেখিয়ে বলেন, এটি বাংলাদেশে তৈরী এবং জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মারকেলকেও তিনি এটা দেখিয়েছেন যে, এসব পণ্যও বাংলাদেশে তৈরী হচ্ছে। তিনি বিদেশে যেখানেই যান এসব বাংলাদেশী পণ্য সাথে করে নিয়ে যান বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের জনগণ অনেক মেধাবী একটু প্রশিক্ষণ দিলেই তাঁরা সুন্দর কাজ করতে পারে, বিশেষকরে মহিলারা চমৎকার হাতের কাজ করতে পারে। কাজেই এভাবে ব্যান্ডগুলোকে আমরা আরো সুন্দর রূপ দিতে পারি।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, দেশে আরো বেশি বেশি পাদুকা শিল্প গড়ে উঠুক, দেশি-বিদেশি ব্রান্ড এখানে আসুক, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আসুক এরফলে একদিকে আমাদের যেমন কর্মসংস্থান হবে অন্যদিকে যারা কাজ করাবেন তারা অত্যন্ত সস্তা শ্রমে এবং সুন্দর পরিবেশে কাজটা করিয়ে নিতে পারবেন।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করে এখানকার ব্যবসায়ীরা বিশ্বে একটি বিরাট বাজার সুবিধা পেতে পারেন বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীরা যাতে বেশি করে এদেশে আসে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং বিমানগুলোতে রিফুয়েলিং করে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত পরিদর্শন করেও সেজন্য তাঁর সরকার কক্সবাজার বিমানবন্দরটিকে সম্প্রসারিত এবং আন্তর্জাতিক মানের করছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের খন্ডচিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮৬ ভাগে উন্নীত করেছি। দেশে আভ্যন্তরীণ বাজার যেমন সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আমরা ইতোমধ্যে কানেকটিভিটি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। যার ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিশাল বাজারেও আমাদের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি এ সময় ইইরোপীয় ইউনিয়ন থেকে জিএসপি সুবিধা এবং বিভিন্ন দেশের ডিউটি ফ্রি এবং কোট ফ্রি বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশাধিকার সুবিধা থাকারও উল্লেখ করে বলেন, 'এইভাবে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আমাদের প্রচেষ্টা শুভফল দেশের মানুষ যেমন পাচ্ছে তেমনি আপনারা ব্যবসায়ীরাও পাচ্ছেন।'

তাঁর সরকার দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের কর্মক্ষম যুবসমাজই আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। যে কারণে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বহুমুখিকরণ করে যুবকদের প্রশিক্ষিত করে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তাঁর সরকারের সময় দেশে একের পর এক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্যাশন ডিজাইন বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিটাইম ও ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং টেনিক্যাল ও ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে সময়ের প্রয়োজনটা জেনে নিয়ে সেভাবে আমাদের হালনাগাদ হওয়ার দরকার।'

তিনি বলেন, আমি এক্ষেত্রে আহবান জানাব, আমাদের ব্যক্তি খাতগুলোও যেন আরো বেশি করে এগিয়ে আসে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরীর উদ্যোগটা সরকারের পাশাপাশি তাঁরাও যেন গ্রহণ করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের যুব সমাজকে একটি দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে তাঁদেরকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ, আমাদের তরুণ মেধাবী যুবশক্তিকে একটু সুযোগ করে দিলে তারা নিজেদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলে তাঁদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে পারে।

বণিকবার্তা.নেট
23-Nov-18 Page:1 Size:719264 col*inch

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ট্যানারি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হবে : প্রধানমন্ত্রী

বণিক বার্তা অনলাইন

১৫:৩৫:০০ মিনিট, নভেম্বর ২২, ২০১৮

Save to Facebook Shares

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আধুনিক ট্যানারি ও স্বতন্ত্র চামড়া শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকার ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলের উপযোগী স্থান নির্ধারণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো' উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী চামড়া শিল্প নেতাদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি নির্বাচিত হলে শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মাণ করব। অন্যথায় আপনারা নিশ্চিত করবেন যে নতুন সরকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে বিশেষ করে চামড়া শিল্পের জন্য একটি করে স্থান রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শুভাশিষ বসু, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এতে লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাস অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সভাপতি সফিউল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য দেন।

boishakhi tv
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
23-Nov-18 Page:1 Size:1254015 col*inch

অর্থনৈতিক কূটনীতিতে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

প্রকাশিত: ১২:২৭ , ২২ নভেম্বর ২০১৮ আপডেট: ০৬:২২ , ২২ নভেম্বর ২০১৮

নিজস্ব প্রতিবেদক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে কূটনীতিকে অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি থেকে আয় বাড়াতে পণ্যের বহুমুখীকরণের তাগিদও দেন প্রধানমন্ত্রী। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস্ ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময়, উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে সবার প্রতি আহবান জানান শেখ হাসিনা।

চামড়াশিল্পের প্রসারে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করা হয়েছে বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার তিনদিনের এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, অর্থনীতিতে উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। দেশে এখন এমন অনেক পণ্য উৎপাদিত হয়, বিশ্ববাজারে যার চাহিদা রয়েছে। কূটনীতিকে অর্থনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগিয়ে রপ্তানী ও বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বহুমুখী উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্ব বাজার সৃষ্টির আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে এই খাত থেকে রপ্তানি আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা পূরণ করতে উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সবধরনের সুযোগসুবিধা দেবে সরকার। রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরো দুইটি চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলার ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী।

দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামীতে যেই ক্ষমতায় আসুক, দেশের উন্নয়নের ধারা যেন বন্ধ না হয়, সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

বিনিয়োগ বার্তা
23-Nov-18 Page:1 Size:852222 col*inch

বিশ্ব চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে রফতানি বাণিজ্য: প্রধানমন্ত্রী

নভেম্বর ২২, ২০১৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, বিনিয়োগ বার্তা:
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের চাহিদার ওপর জোর দিয়ে আমাদের রফতানি বাণিজ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে করে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর পথ সুগম হবে।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং গুডসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল এটি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এক্সপোর্ট বাস্কেট বাড়ানোর প্রতি জোর দিয়েছি। এর জন্য সরকার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করতে আন্তরিক।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কূটনীতিতে জোর দিচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এর আলোকে বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ওই সব দেশের পণ্যের চাহিদার বিষয়ে তথ্য দেয়ার জন্য। যাতে আমরা রফতানি বৃদ্ধি করতে পারি।

আরও পড়তে পারেন : ২৩ নভেম্বর তরুণদের মুখোমুখি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগকে গুরুত্ব দিচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য কাজ করতে বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

চামড়াশিল্পের উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা চামড়াশিল্পের আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়েছি। এ জন্য ট্যানারিশিল্প সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও দুটি আধুনিক ট্যানারিশিল্প এলাকা গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চামড়াশিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

bdnews24.com
Bangladesh's First Online Newspaper
23-Nov-18 Page:1 Size:982566 col*inch

চামড়া শিল্পের সব কিছু এক মেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
Published: 2018-11-22 20:15:11.0 BdST | **Updated:** 2018-11-22 20:26:31.0 BdST

চামড়া শিল্পের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নিয়ে রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হয়েছে তিন দিনের প্রদর্শনী 'লেদারটেক বাংলাদেশ'।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বৃহস্পতিবার এ মেলার উদ্বোধন করেন।পরে তিনি মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

আঙ্ক ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশন্সের আয়োজনে এই প্রদর্শনীতে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য এবং ফুটওয়্যার শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক এবং অ্যাকসেসরিজ স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লেইজে প্রদর্শিত বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রাংশ। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি

একইসঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতো 'লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদারগুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো' আয়োজন করেছে লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টারর্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলএফএমইএবি)।

পাশাপাশি চারটি হলে এই দুই প্রর্দশনী আগামী ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

আয়োজকরা জানান, ৩০০ কোম্পানি এবারের প্রদর্শনীতে তাদের পণ্য ও যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করছে। এর মধ্যে চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী বিভিন্ন দেশের ৩০টি কোম্পানি এসেছে তাদের পণ্যের পসরা নিয়ে।

বিভিন্ন দেশের ৩০ জন ক্রেতাও এ মেলা উপলক্ষে বাংলাদেশে এসেছেন এ দেশের চামড়াজাত পণ্যের গুণাগুণ যাছাই করতে।

লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারস অ্যান্ড এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সভাপতি মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, "একটি চামড়ার জুতা তৈরির কারখানা কীভাবে করতে হবে, মিশনারিজ কীভাবে পাব, ট্যানারি কীভাবে করতে হবে- তার সবই পাওয়া যাবে এই প্রদর্শনীতে।এক কথায় বলতে গেলে এই প্রদর্শনী চামড়া খাতের জন্য একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস।"

প্রদর্শনীতে সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে চীনের তৈরি বিভিন্ন ধরনের চামড়ার পণ্য, জুতা সেলাইয়ের মেশিন, গ্লু পেস্ট করার বিভিন্ন প্রযুক্তি। জুতা তৈরির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও মেলায় নিয়ে এসেছে কয়েকটি কোম্পানি।

the bangladesh daily
23-Nov-18 Page:1 Size:2304398 col*inch

বর্তমানে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে: শেখ হাসিনা

By Thebddaily.com - November 22, 2018 62 0

Share on Facebook Tweet on Twitter

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর সরকার পুনরায় নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আধুনিক ট্যানারি ও স্বতন্ত্র চামড়া শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে।

সরকার ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলের উপযোগী স্থান নির্ধারণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁর দল পুনঃনির্বাচিত হলে চামড়া শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো' উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এর আলোকে বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে সব দেশের পণ্যের চাহিদা বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য। যাতে আমরা রফতানি বৃদ্ধি করতে পারি।

তিনি বলেন, ওইসব দেশের ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য কাজ করতেও বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা এক্সপোর্ট বাস্কেট বাড়ানোর প্রতি জোর দিয়েছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের চাহিদার ওপর জোর দিয়ে আমাদের রফতানি বাণিজ্য নির্ধারণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর পথ সুগম হবে। এর জন্য সরকার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে আন্তরিক।

তিনি বলেন, শুধু রফতানি করলে হবে না, বিদেশে এবং দেশে বাজার বাড়াতে হবে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পণ্য তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসলে ভালো হয়। যুব সমাজকে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রফতানি ও উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে আমরা শিল্পায়নও করছি। কৃষিকে আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণ করার জন্য আমরা বিভিন্ন জেলা উপজেলায় যন্ত্র সরবরাহ করছি।

তিনি বলেন, রফতানি বাড়াতে হলে কোন দেশে কী চাহিদা রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ লাভবান হবে। আপনারা যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারাও অনেক টাকার মালিক হতে পারবেন। সরকার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আপনাদেরকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। বাজার খুঁজে দেওয়া।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে চামড়া শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি ব্যবসায়ীদের চামড়াজাত পণ্যের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোকে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী করতে কাজ করারও পরামর্শ দেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শুভাশিষ বসু, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। এতে লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাস এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সভাপতি সফিউল ইসলাম স্বাগত বক্তৃতা করেন।

23-Nov-18 Page:1 Size:673220 col*inch

সরকার নিজে ব্যবসা করে না,ব্যবসায়ীদের সহায়তা করে

সরকার নিজে ব্যবসা করে না, কিন্তু ব্যবসায়ীদের সহায়তার জন্য সব ধরণের কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লিস এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান । প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যবসায়ীদের জন্য একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছে সরকার । দেশের ভেতরে নিজস্ব বাজার সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশেও বাজার সম্প্রসারণের ওপর জোর দেন। বলেন, সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাজার সম্প্রসারণে বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের কূটনীতিকদের আরো জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে । চামড়া শিল্পের উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরণের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা জানান, আগামিতে ক্ষমতায় আসতে পারলে রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরো দুটি ট্যানারি ও চামড়া শিল্প পার্ক তৈরি করা হবে। অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবেশ তৈরি করা, মানুষের জীবনমান উন্নত করা সহ বর্তমান সরকারের নানা উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ।

বাংলা ট্রিবিউন
www.banglatribune.com
23-Nov-18 Page:1 Size:1378806 col*inch

সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি: প্রধানমন্ত্রী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

প্রকাশিত: ১১:৪৬, নভেম্বর ২২, ২০১৮ | সর্বশেষ আপডেট: ১৭:৩৯, নভেম্বর ২২, ২০১৮

363

বাংলাদেশ বর্তমানে 'অর্থনৈতিক কূটনীতিতে' জোর দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং গুডস'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এর আলোকে বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেসব দেশের পণ্যের চাহিদার বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য। যাতে আমরা রফতানি বৃদ্ধি করতে পারি। এছাড়া ওই সব দেশের ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য কাজ করতেও বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আধুনিক ট্যানারি ও স্বতন্ত্র চামড়া শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন প্রধানমন্ত্রী। ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চলের উপযোগী স্থান নির্ধারণে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তাঁর দল পুনঃনির্বাচিত হলে চামড়া শিল্পাঞ্চল ও ট্যানারি নির্মিত হবে।' তিনি বলেন, 'সরকার সারাদেশে একশ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেখানে যাতে দেশি-বিদেশি সব ধরনের বিনিয়োগ হয়, সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।'

দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের ছেলে-মেয়েরা অত্যন্ত ট্যালেন্ট। তারা কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে। একটু সুযোগ দিলে তারা নিজেদের যেকোনও বিষয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। সেই সুযোগটাও আমাদের সৃষ্টি করে দিতে হবে এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।'

দেশের উৎপাদন ও রফতানি বাড়ানোর দিকগুলোও তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রফতানি বাণিজ্যের দিকে লক্ষ রেখে আমি সবসময় মনে করি, আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেট বাড়াতে হবে। তার জন্য বিশেষ বাজেটও দিতে হবে। আমরা যদি একটু প্রণোদনা না দেই, তাহলে কোনও ক্ষেত্রই সম্প্রসারিত হবে না। সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কোন দেশের চাহিদা কী? কোন দেশে আমাদের কোন পণ্যটা বাজারজাত করতে পারি। তাহলে আমরা বিরাটভাবে বাজার সম্প্রসারণ করতে পারবো। এতে উৎপাদন বাড়বে। দেশের মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে। সেইসঙ্গে এক্সপোর্টও বাড়বে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাড়বে। আরও অনেক অনেক টাকার মালিক আপনারা হতে পারবেন। সরকার আপনাদের সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।'

চামড়া শিল্পের সম্ভাবনা ও প্রসারণের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'এখন বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ড বাংলাদেশেই তৈরি হয়। সেটা আবার তারা তাদের দেশে গিয়ে ফিনিশিং করে মার্কেটে ছেড়ে দেয়।' এ প্রসঙ্গে তিনি অনুষ্ঠানে নিজের নিয়ে আসা ব্যাগটি দেখিয়ে বলেন, সেটা দেশে তৈরি চামড়ার ব্যাগ। বিদেশে গেলেও তিনি বাংলাদেশের তৈরি ব্যাগ নিয়েই যান। এ ধরণের একটি ব্যাগ জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেলকে দেখিয়েছেন এবং তাকে বাংলাদেশের তৈরি এ ধরনের চামড়ার ব্যাগ উপহার দেওয়ার ইচ্ছার কথাও ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

এছাড়া ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও বিনিয়োগের জন্য সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী এ সময় আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে চামড়া শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি ব্যবসায়ীদের চামড়াজাত পণ্যের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোকে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী করতে কাজ করারও পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চামড়া শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন.কম
23-Nov-18 Page:1 Size:377897 col*inch

চামড়াজাত পণ্য প্রদর্শনী উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী

অর্থনৈতিক কূটনীতিতে গুরুত্ব

প্রতিদিন ডেস্ক

গড় রেটিং: 0/5 (0 টি ভোট গৃহিত হয়েছে)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার রাজনৈতিক কূটনীতির চেয়েও এখন অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এক সময় আমাদের কূটনীতিটা রাজনৈতিক ছিল। এখন এটা হয়ে গেছে অর্থনৈতিক, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কূটনীতিটাকেই আমরা এখন গুরুত্ব দিচ্ছি।খবর বিডিনিউজ।গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো ব্লেইজ ২০১৮' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান, আওয়ামী লীগ সভাপতির বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এফবিসিসিআই সভাপতি শফিউল ইসলাম মহীউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দেশে আমাদের অ্যাম্বাসেডর ও হাইকমিশনার যারা, তাদের একটা দায়িত্ব থাকবে যে– যে দেশেই থাকেন, সেই দেশে আমাদের কোন পণ্যটা যেতে পারে, কোন পণ্যটার মার্কেট আছে সেগুলো একটু খুঁজে বের করা, আলাপ-আলোচনা করা।কী ধরনের বিনিয়োগ বিদেশ থেকে আসতে পারে তা খুঁজে বের করা এবং সেভাবে উৎপাদন বাড়াতে হবে।

Bangladesh Post
23-Nov-18 Page:1 Size:1687537 col*inch

Leathertech brings high tech to grow industry

Tofail opens three-day event at ICCB

November 22, 2018

Commerce Minister Tofail Ahmed is inaugurating a three-day expo titled "LEATHERTECH Bangladesh 2018", at the International Convention City, Bashundhara (ICCB) in Dhaka on Thursday.

Staff Correspondent

The country's biggest expo on leather technology has kicked off in the capital on Thursday aiming at bringing global technology to the doorsteps of the local industry to help it grow and modernize.

Commerce Minister Tofail Ahmed inaugurated the expo titled "LEATHERTECH Bangladesh 2018", the sixth of its kind, at the International Convention City, Bashundhara (ICCB) in Dhaka.

The three-day trade show organised by ASK Trade & Exhibitions Pvt Ltd displays a wide array of items such as leather and leather products, international and local technology regarding machineries, components, chemicals, and accessories required for manufacturing footwear.

Simultaneously, Leather Goods and Footwear Manufacturers and Exporters' Association of Bangladesh (LFMEAB) organised Bangladesh Leather Footwear and Leather Goods International Sourcing Show (BLLISS) – 2018 for the second time.

The show will remain open for all until tomorrow (Saturday)from 11am to 7pm with no ticket fee.

More than 300 organizations from 20 countries including Bangladesh, India, China, Korea, Turkey, Egypt, Vietnam, UK, Sri Lanka, Italy, Germany, Taiwan and Hong Kong are participating in the show organised at four halls of the ICCB.

The show also facilitated 'Buyer-Seller Meet' on Thursday and Friday to create a linkage between participants and sourcing teams of different factories. Moreover, the last day of the show will feature a seminar titled 'Future of Footwear Design and Development, Production Control and Cost".

Tipu Sultan Bhuiyan, managing director of ASK said, the show this year has expanded in terms of both size and scope.

This implies that the investment to catalyze the upgrade and development of the country's leather industry has increased, he said.

The gamut of machineries, components and accessories has been displayed in the show with a view to conveying the message of the latest leather technology and their origin, he added.

Nanda Gopal, director of ASK said the leather industry is striding towards the goal to export $5 billion by the year 2021, owing to seamless development and the cooperation from the government.

In addition to the scope of leather industry being on rise, the use of the latest technology to face different challenges is also increasing, he added. Gopal said all the information and technology required for expanding and modernizing the leather industry have been presented at this trade show.

আমাদের সময়.কম
23-Nov-18 Page:1 Size:1138456 col*inch

চামড়া শিল্পের আধুনিকায়নে জোর দিয়েছি : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

২২ নভেম্বর ২০১৮, ১৩:১১ | অনলাইন সংস্করণ

চামড়া শিল্পের আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়ে রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে আরও দুটি আধুনিক ট্যানারি শিল্প এলাকা গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং গুডস এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'চামড়া শিল্পের বিকাশে সাভারে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর করা হয়েছে আমরা চামড়া শিল্পের আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়েছি।এরই ধারাবাহিকতায় রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে আরও দুটি আধুনিক ট্যানারি শিল্প এলাকা গড়ে তোলার ইচ্ছা রয়েছে।

এ সময় আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে চামড়া শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।একই সঙ্গে ব্যবসায়ীদের চামড়াজাত পণ্যের জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলোকে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী করতে কাজ করারও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলবেন জানিয়েন শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, 'চেষ্টা করবো এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ হয়।শুধু বিদেশি বিনিয়োগ বলে না, দেশি বিদেশি বিনিয়োগ, অথবা যৌথ বিনিয়োগ বা সরকারের সঙ্গে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারী, যেভাবেই হোক আমরা যেন বিনিয়োগটা বাড়াতে পারি, সেদিকেই লক্ষ্য রাখছি।কারণ আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ এখন আমাদের কর্মক্ষম যুব সমাজ।

তিনি আরও বলেন, 'যত সুযোগ সুবিধা আমরা দেই, একই সঙ্গে আমাদের কর্মক্ষম যুব সমাজ- তাদের আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।ট্রেনিং দিয়ে যে যেই কাজের জন্য উপযুক্ত, তাকে সেই কাজ ও সেই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করে দিয়ে তারা যেন সে কাজটি ভালো করে করতে পারে আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখছি।

বাংলাদেশ বর্তমানে 'অর্থনৈতিক কূটনীতিতে' জোর দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এর আলোকে বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে সব দেশের পণ্যের চাহিদা বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য, যাতে আমরা রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারি।এ ছাড়া ওই সব দেশের ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করার জন্য কাজ করতেও বাংলাদেশি কূটনীতিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এক্সপোর্ট বাস্কেট বাড়ানোর প্রতিও জোর দিয়েছেন বলে জানান শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের চাহিদার ওপর জোর দিয়ে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য নির্ধারণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর পথ সুগম হবে।এর জন্য সরকার সব ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে আন্তরিক।

অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চামড়া শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

2 Shares 2 0 0 0 0